দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 22 SEP 2017

কোন পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২

চলে যৌন হয়রানি ও জালিয়াতি

সানাউল হক সানী ●

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। তারাই মূলত জাতি গঠনের মূল কাজ করেন। অথচ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু অসাধু শিক্ষক বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। বিতর্কে নাম জড়িয়েছেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বেশ কয়েকজন শিক্ষকও। যৌন হয়রানি, পরীক্ষার ফল জালিয়াতি, ভুয়া পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন, পরকীয়া, অর্থ কেলেঙ্কারির মতো ঘটনায় প্রায়ই তাদের নাম আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘটনায় দায়ী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ফলে তাদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, নানা অপরাধে জড়িয়েও রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির কারণে অভিযুক্তরা শাস্তি পাচ্ছেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে অতি দ্রুতই দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিরোধী মতাদর্শীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ক্ষেত্রে কার্পণ্য নেই প্রশাসনের।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, গত আট বছরে প্রায় ৩০ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন। এসব ক্ষেত্রে ঘটনার পর পর হৈচৈ হলেও পরে ধামাচাপা পড়ে যায়।

জানা গেছে, সম্প্রতি নাট্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. এমরান হোসাইনকে যৌন হয়রানির অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয়। তারা দুজনই বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের শিক্ষক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

চলে যৌন হয়রানি ও জালিয়াতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) নেতা। অভিযুক্তদের দাবি, তারা বিএনপিপন্থি হওয়ায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় অভিযোগ ওঠা অন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেওয়ার নজির নেই। সবাই বহাল তবিয়তে আছেন। এসব ঘটনায় সাময়িক চাকরিচ্যুত বা ক্লাস বিরতিতে থাকলেও পরে তারা ক্লাসে যোগ দিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে যৌন হয়রানির অভিযোগে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শাহাদাৎ হোসেনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তবে শাহাদাৎ হোসেন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষকরা বিভিন্ন কনসালট্যান্সি ফার্ম, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস, বহুজাতিক কোম্পানির পরামর্শক হিসেবে কাজ করে সময় নষ্ট করেন। নিজ বিভাগের ক্লাসে তারা অনুপস্থিত থাকেন। গবেষণা ও পাঠদানে অনিয়মিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষকরা বিভিন্ন সময় বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গিয়ে আর ফেরত আসেন না। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

গত আট বছরে পিএইচডি থিসিস, প্রকাশিত বইয়ে নকল ও পদোন্নতির প্রকাশনা জালিয়াতির মতো ঘটনা পনেরোটিরও বেশি ঘটেছে। এর মধ্যে পিএইচডি থিসিস জালিয়াতির অভিযোগে ড. নুরুউদ্দিন আলো নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। অবশ্য এসব অভিযোগে অন্য কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রমাণ মেলেনি। উল্টো অভিযুক্ত বেশ কয়েকজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী ফোরাম ডিন, শিক্ষক সমিতি, সিনেট ও সিন্ডিকেটে দায়িত্ব পালন করছেন। পছন্দের শিক্ষার্থীকে ভালো ফল করাতে পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত আট বছরে এমন তিনটি ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সূত্র মতে, শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়ে ফিরে না আসা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগদান না করায় চাকরিচ্যুত হয়েছেন প্রায় ৫৪ শিক্ষক। তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কোটি টাকারও বেশি পাওনা রয়েছে। শর্ত ভঙ্গ করে ওই শিক্ষকরা এসব টাকা ভোগ করলেও বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও তারা ফেরত দিচ্ছেন না।

শিক্ষকদের এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে কথা হয় প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই এখন রাজনীতিকীকরণ হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না। ভোট বাড়ানোর জন্য অযোগ্যদের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এসব অপরাধ দূর করতে হলে সামাজিক চেতনা বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে শিক্ষকতাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষকতার প্রথম মানদণ্ড হচ্ছে নৈতিকতা। কিন্তু যেসব শিক্ষক অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ান তারা কখনোই শিক্ষক হতে পারেন না। আমাদের এসব ক্ষেত্রে অবস্থান স্পষ্ট। কোনোরকম ছাড় দেওয়া হবে না। অতীতেও বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে আরও কঠোর অবস্থান থাকবে। এসব ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া অতিদ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক হবে বলেও জানান তিনি।